Cosmo School

Class: চতুর্থ
Subject: বাংলা ১ম

Prepared by: আফরোজা তাসনিম (নিপা)
Topic: কাজলা দিদি

লেকচার - ২ (৩১.৫.২০)

** শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই থেকে ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে কবিতাটির ১ম ১০ লাইন কয়েকবার পড়বেন এবং মুখস্থ করবেন। মনে রাখার জন্য কবিতাটি সুর করে গানের মতো করে জেসচার দিয়ে পড়তে পারেন (মিস আগের কবিতা গুলো যেভাবে ক্লাসে করিয়েছেন)।

##. শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য নিচে কবিতার কিছু লাইনের মর্মার্থ দেওয়া হলো:

"পুকুরধারে নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে"

--- অর্থাৎ কাজলা দিদিদের বাড়ির পুকুরের ধারে এবং লেবু গাছের নিচে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি পোকা জ্বলে।

"সেদিন হতে দিদিকে আর কেনইবা না ডাকো
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো?

ছোট বোনটির সারাক্ষণের সাথি ছিল কার কাজলা দিদি। দিদি চিরদিনের জন্য তাদের ছেড়ে চলে গেছে না ফেরার দেশে। তা এই ছোট বোনটি জানে না, বোঝে না। প্রতি মুহূর্তেই সে তার প্রিয় কাজলা দিদির জন্য অপেক্ষায় থাকে। তার দিদি কোথায় গেছে, কেন আসে না তা জানতে চায় মায়ের কাছে। দিদি ওপারে চলে গিয়েছে জানতে পেলে ছোট মেয়ে আরও বেশি কষ্ট পাবে তাই মা উত্তর দিতে পারেন না। মুখ লুকিয়ে কাঁদেন।

"আমিও নাই দিদিও নাই কেমন মজা হবে!"

ছোট বোনটি ভাবছে তার বোন হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে। প্রতিদিনের মতো সে তার দিদিকে কাছে পাচ্ছে না খেলায় কিংবা ঘুমানোর আগে। এজন্য সে খুব কষ্ট পাচ্ছে, যা হয়তো সে বুঝতেও পাচ্ছে না। এমনকি মাকে দিদির কথা জিজ্ঞেস করলেও মা কিছু বলছেন না, কখনও চুপ করে থাকছেন আবার কখনও আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকছেন। তাই অনেকটা অভিমান করেই ছোট বোনটি মাকে বলছে দিদির মতো সেও লুকালে মায়ের কেমন কষ্ট হবে।

"ভুঁইচাঁপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল"

মাটির উপর জন্মানো ছোট চাঁপা ফুল গাছে ভরে গেছে শিউলি ফুল গাছের তলা । মা যখন পুকুর থেকে পানি আনতে যাবে তখন যেন পা দিয়ে পিষে না ফেলে অথাৎ হাঁটার সময় পায়ের নিচে পড়ে যেন ঐ চাঁপা ফুল গাছ নষ্ট না হয়ে যায় সে কথাই মাকে বোঝাতে চেয়েছে ছোট মেয়েটি । কেননা এই চাঁপা ফুল গাছ তার দিদি খুব পছন্দ করত ।